

যে সিনেমা আসছে



যে সিনেমা আসছে



সম্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, পঞ্চম সংখ্যা, মঙ্গলবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, শ্রাবণ ১৩, ইংরিজি ২০২৬, জুলাই ২৮

মহাকাশ প্রযুক্তিতে দক্ষ কর্মী গড়তে জোর প্রশিক্ষণ

প্রশ্নফাঁসে কঠিন আইন দুই মাসে তদন্ত, তিন মাসে বিচার

২৭ জুলাই: মহাকাশ প্রযুক্তি, জিওস্পেশিয়াল পরিষেবা, ড্রোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য উদীয়মান প্রযুক্তিনির্ভর ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের আওতায় ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (পিএমকেভিওয়াই), ন্যাশনাল অ্যাড্বেন্টিসশিপ প্রোমোশন স্কিম (ন্যাপস) এবং ভারতীয় জাতীয় মহাকাশ প্রচার ও অনুমোদন কেন্দ্র (ইন-স্পেস)-এর যৌথ উদ্যোগে সারা দেশে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবিশ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ কর্মী তৈরি করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য, যাতে ভারত ভবিষ্যতের মহাকাশ ও জিওস্পেশিয়াল অর্থনীতিতে আরও শক্তিশালী অবস্থান নিতে পারে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, মহাকাশ ও জিওস্পেশিয়াল প্রযুক্তি-সম্পর্কিত ক্ষেত্রে গত তিন বছরে পিএমকেভিওয়াই এবং ন্যাপসের আওতায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবিশ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোও উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে হাজার হাজার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, কেবল প্রশিক্ষণ দেওয়াই নয়, শিল্পের প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরি করাই সরকারের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জেলা দক্ষতা কমিটি (ডিস্ট্রিক্ট স্কিল কমিটি) স্থানীয় শিল্প, কর্মসংস্থান এবং দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিত করে জেলা দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সেক্টর স্কিল কাউন্সিল নিয়মিতভাবে শিল্পাভিত্তিক দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকোনমিক রিসার্চ (এনসিএইআর)-এর সহায়তায় জাতীয় দক্ষতা সমীক্ষাও পরিচালিত হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের সঙ্গে প্রশিক্ষণকে যুক্ত করা যায়। মহাকাশ খাতের জন্য বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে ইন-স্পেস ইতিমধ্যেই ১১টি স্বল্পমেয়াদি স্পেস টেকনোলজি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে এক হাজারেরও বেশি প্রশিক্ষণার্থী ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন আইএসআরও, ইন-স্পেস, প্রাক্তন আইএসআরও বিজ্ঞানী, বেসরকারি মহাকাশ সংস্থা, স্টার্ট-আপ এবং বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা। শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষা নয়, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সরকার আরও সমান জ্ঞানিয়েছে, ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর

কর্মসংস্থানের কথা মাথায় রেখে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, মেকাট্রনিক্স, ড্রোন প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, ৫জি নেটওয়ার্ক, টেলিকম, জিআইএস এবং সফটওয়্যার উন্নয়নের মতো নতুন প্রজন্মের কোর্স চালু করা হয়েছে। জাতীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এনসিভিটি) ইতিমধ্যে শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী ১০,২০৯টি যোগ্যতার কাঠামো অনুমোদন করেছে। এছাড়া আইবিএম, সিসকো, মাইক্রোসফট, এডব্লিউএস-এর মতো আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে শিল্পের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের মহাকাশ প্রযুক্তি-সম্পর্কিত কোর্স পরিচালনা করছে। তালিকায় রয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, একাধিক আইআইটি, বিটস পিলানি, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি মাদ্রাজ, আইআইটি বোম্বে, আইআইটি কানপুর, আইআইটি খড়গপুর, মণিপাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-সহ বহু স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। এর ফলে শিল্প ও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করছে সরকার। সরকারের বক্তব্য, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ২০২২ সালের জুন মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাড্বেন্টিসশিপ মেলা আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে একত্রিত করে যুবকদের কর্মসংস্থান ও শিক্ষানবিশের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। ইন-স্পেসের ক্যানস্যাট ও মডেল রকেট প্রতিযোগিতা, ইন্টারশিপ এবং ইমার্সন কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মহাকাশ প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের ভিত্তিও গড়ে তোলা হচ্ছে। কেন্দ্রের মতে, মহাকাশ ও জিওস্পেশিয়াল প্রযুক্তি আগামী দশকে ভারতের দ্রুততম বিকাশমান শিল্পক্ষেত্রগুলির অন্যতম হয়ে উঠবে। সেই সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার এই কর্মসূচি ভবিষ্যতের শিল্প, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে। শিল্পের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষানবিশ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভারতকে বৈশ্বিক মহাকাশ অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দক্ষ মানবসম্পদ সরবরাহকারী দেশে পরিণত করাই সরকারের লক্ষ্য।

২৭ জুলাই: সরকার ও ককরোচ জনতা পার্টির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, প্রশ্নফাঁস রুখতে কড়া অবস্থান নেওয়া হবে। সেই মতো সরকারি নিয়োগ ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস, সংগঠিত জালিয়াতি এবং অসাধু উপায়ে পরীক্ষা প্রভাবিত করার বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে 'পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) সংশোধনী বিল, ২০২৬' সোমবার লোকসভায় পেশ করলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্ব) ড. জিতেন্দ্র সিং।

সংশোধনী বিলে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার জন্য বিশেষ ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠন, বিশেষ সরকারি কৌশল নিয়োগ, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত, বিচার ও আপিল নিষ্পত্তির পাশাপাশি অপরাধীদের জন্য আরও কঠোর শাস্তির প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

বিল অনুযায়ী, প্রশ্নফাঁস বা অন্য কোনও অসাধু উপায়ে পরীক্ষায় জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ন্যূনতম পাঁচ বছর থেকে সর্বোচ্চ দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। বর্তমানে এই শাস্তির মেয়াদ ছিল তিন থেকে পাঁচ বছর। একই সঙ্গে সর্বোচ্চ জরিমানার পরিমাণ ১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ₹৫০ লক্ষ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা পরিচালনায় যুক্ত কোনও পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা অপরাধে জড়িত থাকলে

তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ₹৫ কোটি জরিমানা

যে চারটি মূল লক্ষ্য

- জালিয়াতির শাস্তি: ন্যূনতম ৫ বছর, সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড; জরিমানা ৫০ লক্ষ।
- সংগঠিত প্রশ্নফাঁস: সর্বোচ্চ ১০ বছর জেল ও ১০ কোটি পর্যন্ত জরিমানা।
- দ্রুত বিচার: ২ মাসে তদন্ত, ৩ মাসে বিচার, বিশেষ ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতের প্রস্তাব।
- পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা: ৫ কোটি পর্যন্ত জরিমানা এবং ৮ বছর পর্যন্ত ডিবারমেন্ট।

এবং সরকারি পরীক্ষা পরিচালনা থেকে আট বছর পর্যন্ত নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা হয়েছে। বর্তমানে এই জরিমানা ১ কোটি এবং নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ চার বছর। এছাড়া

সংশ্লিষ্ট সংস্থার ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্যও পাঁচ থেকে দশ বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৫ কোটি জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সংগঠিত অপরাধচক্রের মাধ্যমে প্রশ্নফাঁস বা পরীক্ষা জালিয়াতির ক্ষেত্রে ন্যূনতম সাত বছর থেকে সর্বোচ্চ দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১০ কোটি জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

সংশোধনী বিলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করে তদন্তভার অর্পণের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। নতুন ধারা ১২এ-এর মাধ্যমে তদন্ত দুই মাসের মধ্যে শেষ করা, চার্জশিট দাখিলের পর তিন মাসের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করা এবং প্রতিটি বিশেষ আদালতের জন্য বিশেষ সরকারি কৌশল নিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে। নতুন ধারা ১২বি-তে বলা হয়েছে, বিশেষ আদালতের রায়ে বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিল করা যাবে এবং যথাসম্ভব তিন মাসের মধ্যে সেই আপিলের নিষ্পত্তি করতে হবে।

কেন্দ্রের দাবি, এই সংশোধনী কার্যকর হলে প্রশ্নফাঁস, ছদ্মবেশ ধারণ, সংঘবদ্ধ জালিয়াতি-সহ বিভিন্ন পরীক্ষা-সংক্রান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে আরও কার্যকর আইনি প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। এর ফলে সরকারি পরীক্ষার স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা আরও শক্তিশালী হবে এবং যোগ্য পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে।

শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থায় বড় বিনিয়োগ

২৭ জুলাই: নবায়নযোগ্য শক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে শক্তি সঞ্চয় (এনার্জি স্টোরেজ) পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর জোর দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। ২০৩১-৩২ সালের মধ্যে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (বিইএসএস) এবং পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্প (পিএসপি)-এ মোট ৪.৭৮ লক্ষ কোটি বিনিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, ভবিষ্যতের বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় শক্তি সঞ্চয় প্রযুক্তিই হবে নবায়নযোগ্য শক্তির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে দেশে ৮.৬৮ গিগাওয়াট (৩৪ গিগাওয়াট-ঘণ্টা) ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ ক্ষমতা এবং ৭.৪৫ গিগাওয়াট (৪৭ গিগাওয়াট-ঘণ্টা) পাম্পড স্টোরেজ ক্ষমতার প্রয়োজন হবে। ২০৩১-৩২ সালের মধ্যে এই চাহিদা বেড়ে যথাক্রমে ৪৭.২৪ গিগাওয়াট (২৩৬ গিগাওয়াট-ঘণ্টা) এবং ২৬.৬৯ গিগাওয়াট (১৭৫ গিগাওয়াট-ঘণ্টা)-এ পৌঁছাবে। এই লক্ষ্য পূরণে ব্যাটারি স্টোরেজে প্রায় ₹৩.৪৯ লক্ষ কোটি এবং পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্পে ₹১.২৯ লক্ষ কোটি বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। কেন্দ্র জানিয়েছে, নীতি আয়োগের 'সেক্টরাল ইনসাইটস: পাওয়ার' (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) প্রতিবেদনে নবায়নযোগ্য শক্তির পরিবর্তনশীল উৎপাদন সামাল দিতে শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতের বিদ্যুৎ খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই সরকার ধারাবাহিকভাবে নীতি, নিয়ন্ত্রক সংস্কার, বাজার উন্নয়ন

দ্বিতীয় পাতায়

গ্রামের ৮২ শতাংশ বাড়িতে নলবাহিত জল

২৭ জুলাই: দেশের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রের জল জীবন মিশন (হর ঘর জল) উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০২৬ সালের ১৮ জুলাই পর্যন্ত দেশের ১৯.৩৬ কোটি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ১৫.৮৯ কোটি পরিবার, অর্থাৎ ৮২.০৯ শতাংশ বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে গিয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, ২০১৯ সালে প্রকল্প শুরু হওয়ার সময় মাত্র ৩.২৩ কোটি পরিবার (১৬.৭২ শতাংশ) এই সুবিধা পেত। রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি. আর. পাটিল জানান, গত সাত বছরে ১২.৬৫ কোটিরও বেশি নতুন গ্রামীণ পরিবারকে নলবাহিত পানীয় জলের আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য প্রতিদিন মাথাপিছু ৫৫ লিটার বিশুদ্ধ পানীয় জল নিয়মিতভাবে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সরকার জানিয়েছে, প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে 'জল অপর্ণ' নামে একটি জনঅংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামসভা, পঞ্চায়েত, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণে নতুন জল প্রকল্পের উদ্বোধন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। একই সঙ্গে 'কমিউনিটি ম্যানেজড পাইপড ওয়াটার সিস্টেম'-এর জন্য একটি মানক নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন জল প্রকল্প চালুর আগে ১৫ দিনের পরীক্ষামূলক পরিচালনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যাতে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পানি সমিতি প্রকল্পের দায়িত্ব নিবিদ্যে গ্রহণ করতে পারে। কেন্দ্র স্পষ্ট করেছে, পানীয় জল রাজ্যের বিষয় হওয়ায় প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির। তবে কেন্দ্র আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যগুলিকে অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতি প্রণয়ন, ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে পরিষেবা ফি সংগ্রহ এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে এই কাজে যুক্ত করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, চলতি বছরের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জল জীবন মিশনের মেয়াদ ২০২৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। মোট প্রকল্প বয় ৩.৬০ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮.৬৯ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রের অংশ ২.০৮ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩.৫৯ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, অর্থাৎ অতিরিক্ত ১.৫১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জল জীবন মিশন ২.০-এর আওতায় প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে কমগ্রিহেনসিভ ইমপ্লিমেটেশন অ্যান্ড রিফর্ম প্ল্যান প্রস্তুত করতে হবে। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়ন, সংস্কার, অর্থ বরাদ্দ এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হবে। রাজ্যভিত্তিক অগ্রগতির হিসেবে দেখা যাচ্ছে, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, গোয়া, তেলঙ্গানা, হিমাচল প্রদেশ, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, আন্দামান-নিকোবর-সহ একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রায় শতভাগ গ্রামীণ পরিবার নলবাহিত জলের সুবিধা পেয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে এখনও ৫৬.৮৪ শতাংশ, রাজস্থানে ৫৯.১০ শতাংশ, কেরলে ৫৫.১৪ শতাংশ এবং ঝাড়খণ্ডে ৫৫.৪৪ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার এই সুবিধার আওতায় এসেছে। সরকারের আশা, পুনর্গঠিত জল জীবন মিশন ২.০-এর মাধ্যমে অবশিষ্ট পরিবারগুলিকেও দ্রুত নিরাপদ পানীয় জলের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

আজকের আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গ

বৃষ্টি: ভারী-অতি ভারী
৩০°-৩২° ২৫°-২৬°



দমকা হাওয়ার
সম্ভাবনা

দিল্লি

বৃষ্টি ও বজ্রপাত
৩৩°-৩৫° | ২৭°



ঝোড়ো হাওয়ার
সম্ভাবনা

সম্পাদকীয়

একটি সংগঠিত নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন যখন রাষ্ট্র, কর্পোরেট সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কোনও লক্ষ্যবস্তুকে অচল করে দিতে ব্যর্থ হয়, তখন সেই ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়াই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বের গবেষণা বারবার দেখিয়েছে, নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের কোনও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকায় ব্যর্থতার পরে সেখানে একক সিদ্ধান্ত নয়, বরং নানা প্রবণতার জন্ম হয়। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় একাংশ মনে করে, রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লাভ নেই। তাই তারা বিকল্প সমাজ গড়ে তোলার দিকে ঝোঁকে। পারস্পরিক সহযোগিতা, স্থানীয় স্বনির্ভরতা, কমিউনিটি নেটওয়ার্ক, সমবায়ী উদ্যোগ—এই ধরনের "ডুয়াল পাওয়ার" ধারণার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলাই হয়ে ওঠে লক্ষ্য। অর্থাৎ ধ্বংস নয়, বিকল্প নির্মাণ। কিন্তু একই সঙ্গে আরেকটি প্রবণতাও দেখা দেয়। কিছু গোষ্ঠী মনে করে, ব্যর্থতার কারণ ছিল পর্যাপ্ত আক্রমণাত্মক না হওয়া। ফলস্বরূপ তারা ছোট ছোট গোপন সেলে বিভক্ত হয়ে নাশকতা, সম্পত্তি ধ্বংস বা গোপন প্রত্যক্ষ কর্মসূচির পথ বেছে নেয়। ইতিহাস বলছে, এই ধরনের পথ শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় নজরদারি, কঠোর আইন এবং আরও বেশি দমননীতির জন্ম দেয়। ফলে আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ার বদলে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

তৃতীয় একটি পথ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদি। এই অংশের বিশ্বাস, কয়েকটি ছোট গোষ্ঠী দিয়ে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে নাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব

নয়। তাই তারা শ্রমিক সংগঠন, ভাড়াটিয়া আন্দোলন, গণজোট বা বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন তৈরির দিকে মন দেয়। তাৎক্ষণিক ফল না মিললেও এই পথ সমাজের গভীরে প্রভাব ফেলতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াও এই সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গ্রেফতার, নজরদারি বা আইনি পদক্ষেপ বাড়লে আন্দোলনকারীরা "সিকিউরিটি কালচার"-এর উপর বেশি জোর দেন। এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ, আইনি সহায়তা, অভ্যন্তরীণ যাচাই—সবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু দীর্ঘদিনের চাপ ও হতাশা অনেক কর্মীকেই ক্লান্ত করে তোলে। সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই "বার্নআউট" একটি পরিচিত বাস্তবতা। অনেকেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিগত বা সাংস্কৃতিক পরিসরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন। এই অভিজ্ঞতা শুধু নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের জন্য নয়; প্রায় সব রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোনও আন্দোলনের শক্তি কেবল তার প্রতিবাদে নয়, আত্মসমালোচনার ক্ষমতা, কৌশল বদলানোর দক্ষতা এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যেও নিহিত থাকে। যে আন্দোলন ব্যর্থতার পরে শুধুই প্রতিশোধের ভাষা শেখে, তার ভবিষ্যৎ সাধারণত সংকীর্ণ হয়। আর যে আন্দোলন ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজের বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তার পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থেকেই যায়।



ঝানু-জ্ঞানেশ্বরীকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী

২৭ জুলাই: কমনওয়েলথ গেমস গ্লাসগো ২০২৬-এ ভারতের পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের সাফল্যকে অভিনন্দন জানানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে ভারতের প্রথম পদকজয়ী ঝানু কুমারকে সংবর্ধনা দিলেন কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্য। একই দিনে ভারোত্তোলনের মহিলাদের ৫৩ কেজি বিভাগে রৌপ্য পদক জিতে দেশের পদক তালিকাকে আরও সমৃদ্ধ করলেন জ্ঞানেশ্বরী যাদব। নয়াদিল্লিতে ক্রীড়ামন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঝানু কুমারকে ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে পুরুষদের হেভিওয়েট প্যারা পাওয়ারলিফটিং বিভাগে ১৯০ কেজি ওজন তুলে রোঞ্জ পদক জয় করেন তিনি। এটিই ছিল এবারের আসরে ভারতের প্রথম পদক। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঝানু বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সাফল্যের জন্য সামাজিক মাধ্যমে অভিনন্দন জানানোয় তিনি আরও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাঁর কথায়, দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের এই উৎসাহ ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল করার শক্তি জোগায়। বিহারের নালন্দা জেলার হরনৌতের বাসিন্দা ঝানুর জীবনসংগ্রামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একসময় পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তিনি সবজি বিক্রি করতেন এবং ই-রিকশা চালাতেন। পরে প্রধান প্যারা কোচ রাজেন্দ্র রাহেলুর নজরে আসার পর ২০২৩ সালে গান্ধীনগরের স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল সেন্টার অব এক্সেলেসে প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। এরপর খেলো ইন্ডিয়া প্যারা গেমসে রৌপ্য ও সোনা জয়ের পর এবার কমনওয়েলথ গেমসে দেশের

হয়ে পদক এনে দিলেন তিনি। আগামী অক্টোবরে জাপানের আইফি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান প্যারা গেমসকে সামনে রেখে ফের অনুশীলনে ফিরবেন বলেও জানিয়েছেন ঝানু। অন্যদিকে, মহিলাদের ৫৩ কেজি ভারোত্তোলন বিভাগে নিজের প্রথম কমনওয়েলথ গেমসেই রৌপ্য পদক জিতলেন হুভিশগড়ের ২৩ বছর বয়সি জ্ঞানেশ্বরী যাদব। তিনি স্ন্যাচে ৮৮ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১১১ কেজি তুলে মোট ১৯৯ কেজি ওজন উত্তোলন করেন। এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সের পাশাপাশি স্ন্যাচে নতুন কমনওয়েলথ গেমস রেকর্ডও গড়েন তিনি। যদিও নাইজেরিয়ার অনোমে ওমোলোলা দিদিহ মোট ২০৬ কেজি তুলে সোনা জেতেন এবং কানাডার রেবেকা গ্রনল্ড রোঞ্জ পান। জ্ঞানেশ্বরীর এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সের মাধ্যমে রৌপ্য জয় আরও তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর এই সাফল্য দেশের যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করবে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্যও খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের এই ক্রীড়াবিদকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ভারতের সম্মান আরও উচুতে তুলে ধরেছেন জ্ঞানেশ্বরী। এই পদক জয়ের ফলে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের মোট পদকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ—একটি সোনা, তিনটি রৌপ্য এবং একটি রোঞ্জ। ভারোত্তোলনে এর আগে মীরাবাই চানু সোনা এবং রাজা মুখুপাণ্ডি রৌপ্য জিতেছিলেন। জ্ঞানেশ্বরীর রৌপ্য সেই সাফল্যের ধারাকেই আরও শক্তিশালী করল। তাঁর এই অর্জন ভারতীয় ভারোত্তোলনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেও নতুন করে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

নয়া কূটনৈতিক সমীকরণ

২৭ জুলাই: ইরানের সঙ্গে আলোচনায় অগ্রগতির ইঙ্গিত দিলেও সামরিক চাপ বজায় রাখার কৌশল থেকে সরে আসেনি আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার জানান, তেহরানের সঙ্গে "ইতিবাচক আলোচনা" চলছে এবং সমঝোতার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে আলোচনায় ব্যর্থতা এলে মার্কিন হামলা ফের শুরু হবে বলেও তিনি স্পষ্ট সতর্কবার্তা দিয়েছেন। এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে এবং ইতিবাচক ফলের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে দুই দিন আগের সামরিক অভিযানের পথেই ফিরবে আমেরিকা। অন্যদিকে যুদ্ধবিরতির মধ্যেই নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে পশ্চিম এশিয়ায়। সৌদি আরব জানিয়েছে, রিয়াদ-সহ একাধিক তেল স্থাপনাকে লক্ষ্য করে

হোড়া ড্রোন তারা ভূপাতিত করেছে। সৌদির দাবি, ইরান-সমর্থিত ইরাকি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি এই হামলার সঙ্গে জড়িত। একই সময়ে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা জানিয়েছে, সৌদি আরবের ইয়ানবু বন্দরে তেল বহনকারী ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইনে তারা হামলা চালিয়েছে। তাদের অভিযোগ, সৌদি ড্রোন ইয়েমেনের আকাশসীমা লঙ্ঘন করায় এই পাল্টা আঘাত। তেহরান জানিয়েছে, তারা আপাতত নতুন করে শান্তি আলোচনা শুরু করতে আগ্রহী নয়। তবে যুক্তরাষ্ট্র যতদিন হামলা স্থগিত রাখবে, ততদিন তারাও আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে। একই সঙ্গে ইরান দাবি করেছে, বিশ্ব জ্বালানি বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ অটুট রয়েছে। এই আবহেই সোমবার ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর

বৈঠকে ইরান পরিস্থিতি, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলি প্রধান আলোচ্য হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। গত ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম মুখোমুখি বৈঠকে বসছেন দুই নেতা। যদিও সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মধ্যে মতপার্থক্যের খবর প্রকাশ্যে এসেছে। জুন মাসে দু'জনের মধ্যে উত্তপ্ত টেলিফোন কথোপকথনের তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়। তবুও কূটনৈতিক মহলের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনের সমর্থন বজায় রাখা নেতানিয়াহুর কাছে রাজনৈতিক ও কৌশলগত—দুই দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যবেক্ষকদের মতে, সামরিক চাপ ও কূটনৈতিক আলোচনাকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মার্কিন কৌশল এখন মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

শিক্ষাঞ্জে বিপুল অনুমোদন

২৭ জুলাই: আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে যাতে কোনও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষা ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যেই চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালক্ষ্মী প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ১২ হাজার ৮১৭টি জামানতবিহীন ও গ্যারান্টারবিহীন শিক্ষাঋণ অনুমোদিত হয়েছে। ২০২৬ সালের ২১ জুলাই পর্যন্ত অনুমোদিত ঋণের মোট পরিমাণ ১৫,৬৩৪.৭৮ কোটি টাকা। রাজ্যসভায় কেন্দ্র জানিয়েছে, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের শীর্ষ মানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের সহজ শর্তে শিক্ষাঋণ দেওয়া হচ্ছে। সরকার জানিয়েছে, বার্ষিক পারিবারিক আয় ৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে শিক্ষার্থীরা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষাঋণে ৩ শতাংশ সুদে ভর্ত্তুকি পাবেন। ২০২৪-২৫ থেকে ২০৩০-৩১ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৩,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৭ লক্ষ নতুন শিক্ষার্থী সুদে ভর্ত্তুকির সুবিধা পাবেন। শিক্ষাঋণ ও সুদের ভর্ত্তুকির জন্য ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে চালু হওয়া পিএম-বিদ্যালক্ষ্মী পোর্টাল-এ একক আবেদনপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আবেদন করা যাচ্ছে। বর্তমানে ১২টি সরকারি ব্যাঙ্ক, ২০টি বেসরকারি ব্যাঙ্ক, ২৫টি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং ৭টি সমবায় ব্যাঙ্ক এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যাতে গ্রামীণ, আদিবাসী ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকার শিক্ষার্থীরাও সহজে ঋণের সুবিধা পান। সরকার আরও জানিয়েছে, শিক্ষাঋণের ক্ষেত্রে আধার-

ভিত্তিক যাচাই চালু করা হয়েছে, যাতে প্রকৃত যোগ্য শিক্ষার্থীরাই সুদে ভর্ত্তুকি পান। ব্যাঙ্কের দাবি অনুমোদিত হলে সরকারের পক্ষ থেকে ভর্ত্তুকির অর্থ ডিজিটাল রূপির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয় এবং তা সরাসরি শিক্ষাঋণের হিসাবে জমা পড়ে। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে সুদের ভর্ত্তুকি পেতে শিক্ষার্থীর সন্তোষজনক শিক্ষাগত অগ্রগতি বাধ্যতামূলক। এজন্য সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতি সেমিস্টারের ফলাফল পোর্টালে আপলোড করতে হয়। এছাড়া পিএম-উচ্চতর শিক্ষা প্রোৎসাহন ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড স্কিম-এর আওতায় ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষাঋণের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে। ২০১৫ সালে প্রকল্পটি চালুর পর থেকে ২০২৬ সালের ২১ জুলাই পর্যন্ত ১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৮০টি ঋণ গ্যারান্টি জারি হয়েছে, যার মোট মূল্য ৫৯,৮৪৩.৭৪ কোটি টাকা। কেন্দ্রের দাবি, বৃত্তি ও সহজলভ্য শিক্ষাঋণের ফলে উচ্চশিক্ষায় পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা কমেছে। এরই প্রভাবে দেশে উচ্চশিক্ষায় গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও ২০১৩-১৪ সালের ২৩.০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৩০.০ শতাংশে পৌঁছেছে। সরকার মনে করছে, উচ্চশিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আর্থিকভাবে সহজলভ্য করতে পিএম-বিদ্যালক্ষ্মী প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিনিয়োগ

প্রথম পাতার পরে

এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। নীতিগত সংস্কারের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিধি সংশোধন করে এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রকের অবকাঠামো প্রকল্পের তালিকায় এই খাতকে অন্তর্ভুক্ত করায় দীর্ঘমেয়াদি ও কম সুদের ঋণ পাওয়ার সুযোগও বেড়েছে। পাশাপাশি রাজ্যগুলির জন্য রিসোর্স অ্যাডিকোয়েসি পরিকল্পনা, জাতীয় এনার্জি স্টোরেজ নীতি, ব্যাটারি স্টোরেজের নিরাপত্তা বিধি এবং নির্মাণের প্রযুক্তিগত মানদণ্ডও জারি করা হয়েছে। চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সরকার একাধিক প্রণোদনাও ঘোষণা করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চালু হওয়া ব্যাটারি স্টোরেজ ও পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্পগুলিকে আন্তঃরাজ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন চার্জে শতভাগ ছাড় দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৪৩.৮ গিগাওয়াট-ঘণ্টা ব্যাটারি স্টোরেজ ক্ষমতা গড়ে তুলতে ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং চালু করা হয়েছে। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন ব্যাটারি স্টোরেজকে সহায়ক গ্রিড পরিষেবা এবং উচ্চমূল্যের ডে-অ্যাহেড বিদ্যুৎ বাজারে অংশগ্রহণের অনুমতিও দিয়েছে। দেশীয় উৎপাদন বাড়াতে ১৮,১০০ কোটি ব্যয়ে প্রোডাকশন-লিঙ্কড ইনসেন্টিভ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ গিগাওয়াট-ঘণ্টা উন্নত রাসায়নিক কোষ উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে তোলা হচ্ছে, যার মধ্যে ১০ গিগাওয়াট-ঘণ্টা গ্রিডভিত্তিক স্টোরেজের জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া জলবিদ্যুৎভিত্তিক পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্পে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যও বিশেষ আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের মতে, এসব পদক্ষেপের ফলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ আরও বাড়বে।

পশ আইনে জনজাতির স্বার্থরক্ষা

২৭ জুলাই: তফসিলি জাতি (এসসি) এবং তফসিলি উপজাতি (এসটি)-র বিরুদ্ধে নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯-এর কার্যকর বাস্তবায়নে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা জোরদার করেছে কেন্দ্র সরকার। নির্যাতিতদের দ্রুত আর্থিক সহায়তা, পুনর্বাসন, আইন কার্যকর করা এবং সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে গত তিন অর্থবর্ষে ১,৪২৩.৩০ কোটি কেন্দ্রীয় সহায়তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিমন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে এই তথ্য জানান। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে এসসি-দের বিরুদ্ধে নির্যাতনের ৫৫,৬৮৫টি এবং এসটি-দের বিরুদ্ধে ৯,৯৬১টি মামলা এসসি/এসটি (নির্যাতন প্রতিরোধ) আইনের আওতায় নথিভুক্ত হয়েছে। তার আগের বছর ২০২৩ সালে যথাক্রমে ৫৭,৭৬৬টি এবং ১২,৯৫৯টি, আর ২০২২ সালে ৫৭,৫৬৯টি ও ১০,০৬৪টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। অপরাধের পরিসংখ্যান জাতীয় অপরাধ নথিভুক্তি ব্যুরো (এনসিআরবি)-র ‘ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া’ প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়। মন্ত্রী জানান, ২০২৪ সালের শেষে এসসি-সংক্রান্ত ১৭,১২৩টি এবং এসটি-সংক্রান্ত ৭,২১৯টি মামলা তদন্তাধীন ছিল। একই বছরে এই আইনের অধীনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার এসসি মামলায় ৩৩.৯ শতাংশ এবং এসটি মামলায় ৩৩.২ শতাংশ। ২০২৩ সালে এই হার ছিল যথাক্রমে ৩২.৪ শতাংশ ও ২৪.৬ শতাংশ, আর ২০২২ সালে ছিল ৩৪.১ শতাংশ ও ২৮.১ শতাংশ।

